SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

শাসনতন্ত্রে দিব্যাঙ্গদের অপরিহার্যতা: কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে

Dr. Shampa Das
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Sushil Kar College, South 24 Parganas, West Bengal, India
Email: shampadasju@gmail.com

Abstract: বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত দিব্যাঙ্গ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে প্রতিবন্ধী শব্দের একটি পর্যায়বাচক শব্দ। মানুষের কোনো এক বা একাধিক অঙ্গের অস্বাভাবিকতাই প্রতিবন্ধকতা। আর এইরূপ প্রতিবন্ধকতার শিকার ব্যক্তিই সমাজে প্রতিবন্ধী বা দিব্যাঙ্গ বলে পরিচিত। একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের নিরিখে মানবসভ্যতা উন্নয়নের সুউচ্চ শিখর স্পর্শ করলেও, বহু ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার ব্যাপক অগ্রগতি প্রয়োজন। এদের মধ্যে একটি ক্ষেত্র অবশ্যই দিব্যাঙ্গ। আদ্যিকালের ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে সমাজ কখনো তাদের উপেক্ষা করে অপমানিত করে, আবার কখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত্নশীল হয়ে যেন বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চায়- তুমি পরাধীন, অসম্পূর্ণ। এই দুই মানসিকতাই সমানভাবে নিন্দনীয়। তবে পাশাপাশি এটিও উল্লেখ করতে হবে যে এই চিত্র সর্বদা ও সর্বত্র এক নয়। সমাজসংস্কারক ও নীতিনির্ধারকগণ দিব্যাঙ্গদের অনুকূলে বহু মহৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সেগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছেন। ক্রমে দিব্যাঙ্গরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাদের সৃজনশীলতার ও মেধার ছাপ রাখতে শুরু করেছে। মহাবিশ্বের চিরন্তন ধাঁধা সমাধানেও তারা অতিগুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, আমাদের প্রাচীন নীতিনির্ধারকগণও এক্ষেত্রে অতিআধুনিক মানোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং তদুপযোগী নীতি প্রণয়ন করেছেন। রাজতন্ত্রে রাজার সুরক্ষাবিধানই সর্বপ্রথম করণীয়। কৌটিল্যের মতো দূরদর্শী নীতিকারও এই বিষয়ে দিব্যাঙ্গদের ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি অর্থশাস্ত্র-এর *বিনয়াধিকারিকম্*-এর *আত্মরক্ষা* নামক একবিংশ অধ্যায়ে দ্বিধাহীনভাবে নপুংসক, কুব্জ, বামন পুরুষদের রাজার সুরক্ষায় ব্যবহার করতে নিদান দিয়েছেন। আবার রাজান্তঃপুরের সুরক্ষাকার্যেও দিব্যাঙ্গদের ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন। প্রাচীনকালে চরকে রাজার চক্ষু হিসেবে চিন্তা করা হত। চরের চোখ দিয়েই রাজা নিজের মিত্র ও শত্রু দুজনকেই জানতে, চিনতে এবং বুঝতে পারতেন। অতএব রাজ্যসুরক্ষায় চরেদের ভূমিকা সহজেই অনুমেয়। এইরকম ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজেও শাস্ত্রকারগণ দিব্যাঙ্গদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা মুক্তকণ্ঠে ব্যাখ্যা করেছেন। নীতিনির্ধারকদের এই নিদান যে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল তার নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্নভাবে বিধৃত রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি প্রাচীন শাস্ত্রকার ও সাহিত্যিকদের দ্বারা বপিত দিব্যাঙ্গদের প্রতি সমাজের ইতবাচক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি পুনঃস্মরণের একটি সাধারণ প্রচেষ্টা। হয়তো প্রাচীনের গর্ভেই লুক্কায়িত আছে প্রশ্নহীন আধুনিকতার সারমন্ত্র।

Keywords: দিব্যাঙ্গ, চর, চারবৃত্তি, আত্মরক্ষা, বামন, কুব্জ।

আলোচ্য প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় হল দিব্যাঙ্গ। যদিও দিব্যাঙ্গ কথাটার সদ্য আমদানী। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী শব্দটি দিব্যাঙ্গ-এর সমার্থক। মানসিক বা শারীরিক বাধায় প্রতিহত ব্যক্তিরাই দিব্যাঙ্গ শব্দটির দ্বারা সূচিত। যদিও বর্তমান অনুবন্ধে দিব্যাঙ্গ বলতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের গ্রাহ্য করতে হবে। দৈনন্দিন কর্মে দিব্যাঙ্গদের প্রতি পদক্ষেপে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা বলাই বাহুল্য। তাদের সামাজিক অবস্থানটাও কতটা স্বস্তিপূর্ণ সেটাও বহুচর্চিত বিষয়। তথাপি সংস্কৃত রাজনীতি শাস্ত্রের আঙিনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দিব্যাঙ্গদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত।

যেকোনো জনজাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজ, রাজধর্মের ওপর নির্ভরশীল। সুপ্রাচীন

কাল হতেই ভারতবর্ষে রাজধর্মের গুরুত্ব বিবিধ শাস্ত্রে উদ্ঘোষিত। এই রাজধর্মের মূল স্তম্ভ হলেন রাজা। রাজার ধর্ম প্রজাপালন। প্রজাপালনরূপ গুরুতর কর্তব্য পালনে ব্রতী রাজাকে সর্বদা আত্মরক্ষার্থে তৎপর থাকতে হয়। কারণ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে না পারলে প্রজাপালন অসম্ভব। আর এই আত্মরক্ষার্থে বিবিধ উপায় অবলম্বনের কথা সংস্কৃত *দণ্ডনীতিশাস্ত্র*-সমূহে উক্ত হয়েছে।

দণ্ডনীতি-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* *অর্থশাস্ত্র*-এ *বিনয়াধিকারিকম্* নামক প্রথম অধিকরণে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাজার আত্মরক্ষার উপায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে *গূঢ়পুরুষোৎপত্তি* নামক প্রকরণে নয় প্রকার গুপ্তচরের পরিচয় পাওয়া যায়- *কাপটিক* (ছদ্মবেশধারী ছাত্র), *উদাস্থিত* (উদাসীন সন্ন্যাসী), *গৃহপতিক* (কৃষিবৃত্তিতে ক্ষয়প্রাপ্ত গৃহস্থ), *বৈদেহক* (বাণিজ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত গৃহস্থ), *তাপসব্যঞ্জন* (তাপসবেশধারী ব্যক্তি), *সত্রি* (নানা শাস্ত্রের অধ্যয়নকারী ব্যক্তি) , *তীক্ষ্ণ* (শরীর বিষয়ে উদাসীন অতি সাহসী ব্যক্তি), *রসদ* (বিষপ্রদায়ী ব্যক্তি), *ভিক্ষুকী* (পরিব্রাজিকা বেশধারী নারী)। এদের মধ্যে *কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিক, বৈদেহক, তাপসব্যঞ্জন*— এই পাঁচপ্রকার গুপ্তচরদের বলা হয় *সংস্থ*, কারণ রাজার হিতার্থে এরা একস্থানে অবস্থানপূর্বক গুপ্তচরবৃত্তি পালন করে।

আবার এই প্রথম *অধিকরণ*-এরই *গূঢ়পুরুষপ্রণিধি* নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে *সত্রি, তীক্ষ্ণ, রসদ* ও *ভিক্ষুকী/পরিব্রাজিকা*— এই চারপ্রকার গুপ্তচরকে *সঞ্চার* আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এরা সর্বত্র সঞ্চরণ করে রাজপ্রয়োজনে গুপ্ত বার্তা সংগ্রহ করে। রাজাকে *চারচক্ষু* (*চারচক্ষুর্মহীপতিঃ*)[1] বলা হয় কারণ চর্মচক্ষু দ্বারা যে দৃষ্টি সীমিত, গুপ্তচরদের দ্বারা তা দৃশ্যমান হয়। রাজা স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে *মন্ত্রী* (প্রধান অমাত্য), *পুরোহিত* (রাজপুরোহিত), *সেনাপতি* (সেনাবিভাগের প্রধান অমাত্য), *যুবরাজ* (যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্র), *দৌবারিক* (রাজকুলের প্রধান প্রতিহারী), *আন্তর্বংশিক* (অন্তঃপুরাধিকৃত প্রধান পুরুষ), *প্রশাস্তা* (কারাগারের প্রশাসনকারী), *সমাহর্তা* (রাজকরাদির সংগ্রহণকারী প্রধান অধ্যক্ষ), *সন্নিধাতা* (রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ধনাদির নিধানকারী), *প্রদেষ্টা* (কণ্টকশোধনাধিকৃত ফৌজদারীর প্রধান বিচারক), *নায়ক* (নগরাধ্যক্ষ), *পৌরব্যবহারিক* (পুরবাসীদের আইন প্রয়োগ সম্বন্ধে আদালতের প্রধান বিচারক), *কার্মান্তিক* (খনি ও অন্যান্য কারখানার প্রধান পর্যবেক্ষক), *মন্ত্রীপরিষদধ্যক্ষ* (যিনি অমাত্য পরিষদের অধ্যক্ষ), *দণ্ডপাল* (সেনারক্ষার অধিপতি), *দুর্গপাল* (দুর্গরক্ষার প্রধান পর্যবেক্ষক), *অন্তপাল* (রাজ্য সীমারক্ষক), *আটবিক* (অটবীপাল বা বনাঞ্চল বিভাগীয় অধ্যক্ষ)- এই আঠারো প্রকার মহামাত্রদের ওপর তাদের অন্দরমহল সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়ে উক্ত *সঞ্চার* নামক গুপ্তচরদের দ্বারা নজরদারী করবেন। আর *সংস্থ* নামক চরেরা এদের বাহ্য সমাচারসমূহ সংগ্রহ করে রাজাকে সদা জাগ্রত রাখবে।[2]

অষ্টাদশ মহামাত্রদের বাহ্য সমাচার *তীক্ষ্ণ* নামক *সঞ্চার*-এরা তাদের ছাতা, স্বর্ণময় জলপাত্র, পাখা, জুতো, আসন, যান ও অশ্ব প্রভৃতি বাহনাদির উপগ্রহণ দ্বারা সেবাপরায়ণ হয়ে সব সংবাদ জেনে নেবে ও তা *সত্রি*-দের জানাবে। *সত্রি*-রা সেই সংবাদ *সংস্থ*-দের জানাবে। মহামাত্রদের অভ্যন্তর সমাচার *রসদ* নামক *সঞ্চার*-এরা *পাচক, আরালিক* (মাংস বিক্রেতা), *স্নানকারক, সংবাহক* (অঙ্গমর্দক), *আস্তরক* (শয্যার আস্তরণকারী), *কল্পক* (নাপিত), *প্রসাধক* (অলঙ্কারাদি বিধানকারী) ও *জলহারক* (জলবাহক)- এর বেশ ধারণ করে সংগ্রহ করবে। এছাড়াও জড়, মূক, অন্ধ ও বধিরের ভেকধারীগণ, নপুংসক, কিরাত (মৃগয়াজীবি, অশ্বরক্ষক, চামরধারী, ক্রূরশস্ত্রধারী, ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ[3], বামন, কুব্জ, কারুকার্যকারী, ভিক্ষুক, চারণ (নট ও নর্তক), দাসীগণ, মালাকার, কলাশাস্ত্রজ্ঞ— এই সমস্ত লোকেরা অত্যন্ত গোপনে সুকৌশলে অন্তঃপুরসংক্রান্ত সংবাদ আহরণ করবে।[4]

রাজ্যাভ্যন্তরে নিজ মহামাত্রদের ওপরেই শুধু নয়, রাজ্যের বাইরেও শত্রু, মিত্র, মধ্যম ও উদাসীন রাজাদের ওপর এবং তাদের মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি অষ্টাদশ *তীর্থ* বা মহামাত্রদের ক্রিয়াকল্প নখদর্পণে রাখার জন্য কুব্জ, বামন, নপুংসক, শিল্পজ্ঞ স্ত্রীলোক, বোবা ও অন্যান্য নানাবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় পুরুষদের নিয়োগ করবেন। এই প্রকার গুপ্তচরদের কৌটিল্য *উভয়বেতন* বলছেন,

কারণ এরা রাজা ও রাজার মিত্রাদি রাজাদের কাছ থেকেও বেতন গ্রহণ করে।[5]

উপরি উক্ত আলোচনাটিতে চরেদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা উপলব্ধ হয়। রাজার সুরক্ষাবিধানে সর্বোৎকৃষ্ট সাধন এই চরেরা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল *দণ্ডনীতিশাস্ত্র*-এর সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ প্রতিবন্ধীদের তথা *দিব্যাঙ্গদের* চারবৃত্তিরূপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুকঠিন কাজে লিপ্ত করানো হয়েছে। যেখানে সমাজে দিব্যাঙ্গরা প্রতিবন্ধকতার নিগড়ে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, সেখানে কুব্জ, বামন, নপুংসকাদি ব্যক্তিদের গুপ্তচরবৃত্তির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজুক্ত করা হয়েছে।

এ তো গেল রাজাকে বিবিধ সমাচার প্রেরণের দ্বারা সতর্ক রেখে রক্ষা করা। কিন্তু কৌটিল্য এখানেই ক্ষান্ত হননি! *বিনয়াধিকারিকম্*-এর *আত্মরক্ষা* নামক একবিংশ অধ্যায়ে রাজাকে সরাসরি সুরক্ষা প্রদান করবে *বর্ষবর* অর্থাৎ নপুংসক, কুব্জ, বামন ও কিরাতজাতীয় পুরুষেরা। শুধু তাই নয়, নপুংসক, কুব্জা, বামনীরা অন্তঃপুরে রাজস্ত্রীগণের দেহরক্ষী হিসেবে থাকবে ও অন্যান্য কাজেও লিপ্ত থেকে আদতে অন্তঃপুরের খুঁটিনাটি সম্পর্কে রাজাকে অবহিত রাখবে ও রাজস্ত্রীগণের শত্রুতা থেকে রাজাকে রক্ষা করবে।[6]

এ তো গেল প্রায়োগিক শাস্ত্রে দিব্যাঙ্গদের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি। কিন্তু সাহিত্যকৃতি যাও কিনা সমাজদর্পণের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ, সেখানে দিব্যাঙ্গদের অবস্থান কতটা সুনির্দিষ্ট তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

রামায়ণ-এর *অযোধ্যাকাণ্ড*-এ দশরথপত্নী কৈকেয়ীর এক কুব্জা দাসী মন্থরার উল্লেখ মেলে।[7] *রামায়ণ*-এর রাজনৈতিক কুটিলতার সিংহভাগ অবদান এই কুটিলমতী কুব্জা দাসীর। এছাড়াও *অযোধ্যাকাণ্ড*-এই দশরথের সর্বাধিক প্রিয় পত্নী কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে বিচরণ করতে দেখা যায় কুব্জা, বামনিকাদের (বামনাকার স্ত্রীলোক)।[8]

মহাভারতে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব যখন আত্মপরিচয় গোপন রেখে মৎস্যদেশে বিরাট রাজার কাছে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তখন নপুংসক অর্জুন অন্তঃপুরে বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার নৃত্যশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।[9] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অর্জুন তখন প্রকৃত্যর্থেই নপুংসক ছিলেন, কারণ বিরাট রাজা তাঁর নপুংসকত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েই কার্যভার অর্পণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত সর্বজ্ঞাত। সেকালে অগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম, তিলকমাটি প্রভৃতি অনুলেপনের উপকরণ ও বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যে। মথুরা রাজবংশের অনুলেপনবাহিকা ছিলেন কুব্জা, নাম ত্রিবক্রা। কংসের ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষ্যে বলরাম ও অক্রূরের সঙ্গে মথুরা যাওয়ার সময় পথে কৃষ্ণ কুব্জা ত্রিবক্রার কাছ থেকে অনুলেপন গ্রহণ করেন।[10]

উপরিউক্ত কয়েকটি সাহিত্যিক উপকরণেও এটি স্পষ্ট যে, তৎকালীন সময়ে রাজান্তঃপুরে বিবিধ কর্মে নিযুক্ত হত দিব্যাঙ্গরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটি যে, সমাজে মূলত চর্চিত হয় দিব্যাঙ্গদের প্রতিকূলতা, হীনতা, দীনতা। যদিও আজ একবিংশ শতকে দিব্যাঙ্গরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় ও উত্তীর্ণও হয়; তথাপি চর্চার বিষয় কেবলই তাদের ব্যর্থতা। সেক্ষেত্রে সুপ্রাচীন সাহিত্যগুলিতে উদ্ঘোষিত দিব্যাঙ্গদের সমুজ্জ্বল উপস্থিতি শুধু বিস্মিত করে না, অনুপ্রাণিতও করে সমাজের প্রতিবন্ধী চিন্তাগুলিকে উন্মুক্ত করতে। প্রয়োজন আরও সচেতনতার, প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যেন মানসিক সংকীর্ণতাকে উদ্বুদ্ধ না করে, বরং তা পর্যবসিত হোক অদম্য উৎসাহে, যা দমন করবে সকল প্রতিকূলতাকে। ইতি'র জয়ে ধ্বংস হবে নেতি'র কুহকতা।

Endnotes

1. তু. *কামন্দকীয় নীতিসার*, ১৩/১৯/২৯।
2. তু. *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, ১/১২ ও *কামন্দকীয় নীতিসার*, ১৩/১৯/৩৮।
3. তু. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩০।
4. তু. *কামন্দকীয় নীতিসার*, ১৩/১৯/৪৪-৪৫ ও *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, ১/১২।
5. তু. *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, ১/১২।
6. তু.*কামন্দকীয় নীতিসার*, ৭/১০/৪১-৪৪।
7. তু. সম্পা. রাজশেখর বসু। *বাল্মীকি-রামায়ণ*, পৃষ্ঠা ৭০।
8. *তত্রৈব*. পৃষ্ঠা ৭৪।
9. তু. সম্পা. রাজশেখর বসু। *মহাভারত*, পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৩।
10. তু. সম্পা. রণব্রত সেন। *শ্রীমদ্ভাগবত*, দশম স্কন্ধ, অধ্যায় ৪২, পৃষ্ঠা ৫৯৯।

Bibliography

- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। *মহাভারত* অনু. রাজশেখর বসু। কলিকাতাঃ এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৪২২ বঙ্গাব্দ (পঞ্চদশ মুদ্রণ), (প্রথম মুদ্রণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)।
- বাল্মীকি। *বাল্মীকি-রামায়ণ* অনু. রাজশেখর বসু। কলিকাতাঃ এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি., ১৪২৪ বঙ্গাব্দ (ষোড়শ মুদ্রণ), (প্রথম মুদ্রণ. ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)।
- কৌটিল্য। *অর্থশাস্ত্রম্* সম্পা. ও অনু. রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রথম খণ্ড। কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- কামন্দক। *কামন্দকীয়নীতিসার*। সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। *কামন্দকীয়নীতিসারঃ কামন্দক-প্রণীত প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ*। কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, (প্রথম মুদ্রণ: ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড। কলকাতাঃ সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।
- *শ্রীমদ্ভাগবত* সম্পা. রণব্রত সেন। কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ, (প্রথম মুদ্রণ, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ)।

———